



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 737 - 742

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

কবিকুলগুরু গ্যোয়েথের জ্ঞানচর্চা ও প্রাচীণ অনুষ্ণ

অঞ্জু রায়

পিএইচ.ডি ফেলো, রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটি

Email ID : iminheaven123@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Abhijnāna- śakuntalā,
world literature,
Faust, Sturm und
Drang,
Tragedy, spiritually,
Prologue.

Abstract

Goethe, the great poet has been a father figure in German literature as well as world literature. His literary and life practice was too colorful to imitate. Along with his literary pursuits, he also intensively studied a particular sphere of science - Morphology. A distinguished German literary movement was also coined by him. A famous oriental work - Shakuntala changes the philosophical outlook of such renowned writer. Beside the enthusiastic praise of Shakuntala, the influence of Shakuntala and other oriental literary gems on his creation of immortal literature could not be avoided. The less familiar and hidden facts of Goethe's life and literary practice navigated in this small piece of writings.

Discussion

যোহান ওলফগাংগ ফন গ্যোয়েথে ১৭৪৯ সালের ২৮শে আগস্ট জার্মানির ফ্রাঙ্কফুট শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও নাট্যকার। গ্যোয়েথের এই সৃজনশীল প্রতিভা তাঁকে জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত জার্মান সাহিত্যে প্রাসঙ্গিক করে রেখেছিল। শুধু তাই নয়, আজ অবধি তাঁর কৃতিত্ব মানুষের কাছে অবিনশ্বর ও অমর হয়ে রয়েছে এবং গ্যোয়েথের যুগ, সাহিত্যে এক বিশেষ কালচিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হয়। নানাবিধ জ্ঞানের অধিকারী হয়েও, কীর্তির অহংকার তাঁকে নিমজ্জিত করতে পারেনি। তিনি প্রকৃত মনুষ্যত্বের মহিমায় মহিমান্বিত।

গ্যোয়েথের বিজ্ঞানচর্চা : সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও, তিনি বিজ্ঞানচর্চায় পিছিয়ে থাকেন নি। প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রেম তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্যে প্রতিভাত হয়। সম্ভবত এই প্রকৃতিপ্রেম তাঁকে বিজ্ঞানী ও কবি হিসেবে পরিচয় প্রদান করেছে। তবে কবি সত্তার উজ্জ্বলতার কাছে বিজ্ঞানচর্চা স্তান হয়ে পড়েছিল। জীবদশায় বিজ্ঞানমূলক লেখা বা গবেষণাগুলি তেমন স্বীকৃতি লাভ করেনি। তিনি Morphology নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে - 'Metamorphosis of Plants' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এই প্রবন্ধটি মূলত বিজ্ঞানী লিনিয়াস'এর বিরোধীতা করে উদ্ভিদের বিকাশের সময়সীমা ৬ বছর - এই তত্ত্বকে খণ্ডন করেছিলেন। কারণ এই তত্ত্বটি কোনোভাবেই একবর্ষীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে তাঁর অভিমত। গ্যোয়েথে, লিনিয়াসের উদ্ভিদ সংক্রান্ত লেখা 'Philosophia Botanica' এবং 'Systema Plantarum' বই দুটি অধ্যয়ন করেন। লিনিয়াস উদ্ভিদ জগতের আন্তঃসম্পর্কে উপেক্ষা করে কেবল বাহ্যিক গঠনগত দিকগুলি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। গ্যোয়েথে উদ্ভিদের আন্তঃসম্পর্ক ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন বা কার্যকলাপ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করেছেন। প্রকৃতি যেমন বহু জটিল উদ্ভিদকে ধারণ করতে

সক্ষম এবং অনুরূপভাবে উদ্ভিদও ভয়ঙ্কর প্রকৃতির মধ্যে শত বিপর্যয়ে নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষায় দৃঢ় সংকল্প তা তিনি উপলব্ধি করেন। গ্যোয়েথের ‘Metamorphosis of Plants’ প্রবন্ধটি ১৭৯০ সালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ব্রিটিস উদ্ভিদবিদ Agnes Arber গ্যোয়েথের এই প্রবন্ধটিকে উল্লেখ করে, ইংরেজি ভাষায় ‘Goethe’s Botany’ ১৯৪৬ সালে প্রকাশ করেন। গ্যোয়েথের সবথেকে বিতর্কিত গ্রন্থ হল ‘Theory Of Colours’। এই গ্রন্থটি বর্ণ বা আলোক সংক্রান্ত। তাঁর আলোক সংক্রান্ত যা ধারণা, তা নিউটনের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের বিরোধীতা করে। বর্ণ বিষয়ে নিউটনের ধারণাকে অস্বীকার করে, নিজের গবেষণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আমৃত্যু পর্যন্ত চলেছিল এক সুদীর্ঘ লড়াই। কারণ নিউটন ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী এবং তাঁর তত্ত্বকেই বিজ্ঞানে চরম সত্য বলে মনে করা হত। তিনি এইজন্য বিজ্ঞানীদের কাছে সমালোচিত হন। তবে তিনি পরোয়া না করে, নিজের গবেষণার প্রতি আস্থা রেখে, বিজ্ঞানচর্চায় অবিচল ছিলেন।

জার্মান সাহিত্য আন্দোলন ও গ্যোয়েথে : আঠারো শতকের দিকে ‘স্টর্ম উন্ড ড্রাং’ (Sturm und Drang) নামে একটি জার্মান সাহিত্য আন্দোলনের সূচনা হয়, যা পশ্চিমা সাহিত্য ও রীতিনীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। এই আন্দোলন প্রকৃতি, অনুভূতি এবং মানবপ্রজাতির ব্যক্তিত্ববাদকে উল্লীত করে যুক্তিবাদের অনুভূতি, ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রুশো ও হ্যাম্মারের চিন্তাভাবনা হের্ডার এবং গ্যোয়েথেকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। হের্ডার লোকসংস্কৃতিকে জাতিসত্ত্বার সঙ্গে বেঁধে দিলেন, যা প্রতিটি সংস্কৃতিকে একটি স্বতন্ত্র সমষ্টিগত পরিচয়, একটি জাতিগত আত্মা, যা তাঁর চিন্তাভাবনাকে অনেক্ষানি উদবুদ্ধ করে। আর এই বিচিত্র জাতিসত্ত্বার মেলবন্ধনে গড়ে ওঠে মানবতাবাদ (Humanität)। হের্ডারের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ‘Idden Zur Philosophie der Geschichte der Menschheit’, যা ইউরোপীয় সাহিত্যে বহুল বিতর্কিত। তিনি ছিলেন হ্যাম্মারের প্রাক্তন ছাত্র, যিনি হের্ডারকে লোকসংস্কৃতি এবং শেক্সপিয়ারের ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিলেন। হের্ডারের সঙ্গে গ্যোয়েথের প্রথম সাক্ষাত হয়েছিল ১৭৭০ সালে। দুজনের যৌথ প্রয়াসে Frank- further Gelehrte Anzeigen (ফ্রাঙ্কফুটার গেলেট আনটসাইগেন) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে তাঁরা ‘ফন ডয়েচার আর্ট উন্ড কুনস্ট’ নামে একত্রি বই প্রকাশ করেন। এই বইটি Sturm und Drang আন্দোলনের ইশতেহার ছিল। গ্যোয়েথের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস Die Leiden den Jungen Werthers’ এই আন্দোলনের কাভারি। এটি একটি ট্রাজিক উপন্যাস, যা যুবক ওয়েথারের প্রেমকাহিনি ও তাঁর শেষ পরিনতি নিয়ে লেখা। গ্যোয়েথে নিজের জীবনের প্রেমকাহিনি ও প্রেমভাঙনের পরিনতি এই যুবকের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। তিনি প্রেমে পড়েছেন বারবার। তাঁর জীবনে বহু নারীর আগমন ঘটলেও, তা ছিল ক্ষণিকের। তাঁর জীবনের সত্য ঘটনাগুলিকে অকপটে স্বীকার করেছেন ‘Dichtung Und Wahrheit’ (‘কাব্য ও সত্য’) নামক আত্মজীবনীতে। রোমান্টিসিজম, আবেগ, অনুভূতি এবং ভাষার কারুকার্যের মাধ্যমে তাঁর আত্মজীবনীকে এমনভাবে সৃজন করেছেন যে সমালোচকেরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আত্মজীবনীর মর্যাদা দিয়েছেন। সমালোচনার ভয়ে তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলিকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তাঁর জীবনে একদিকে ছিল আত্মোপলব্ধি, অন্যদিকে আত্মসমালোচনা। তাঁর জীবনে আসা এক একটি নারীর আগমন এবং প্রতিটি পৃথক পৃথক প্রেমকাহিনি সৃষ্টি করেছে কোনো না কোনো শ্রেষ্ঠ নাটক, কবিতা বা উপন্যাস।

গ্যোয়েথের প্রতি রবীন্দ্রনাথ : সমালোচনা নাকি পূজা : গ্যোয়েথের প্রেমে দান্তে বা পেত্রাকার প্রেমের মত মহৎ আদর্শলালিত ছিল না। তাঁর জীবনের প্রেমকাহিনি ও তাঁর প্রেমিকাদের নিয়ে বিশকবি রবীন্দ্রনাথ ‘গেটে ও তাঁর প্রয়ণিনীগণ’ নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এই প্রবন্ধটি পড়ার সময় মনে হয় যেন তিনি গ্যোয়েথের সাহিত্যের চেয়ে তাঁর চরিত্রের প্রতি অনেক বেশি কৌতূহলী ছিলেন। এই প্রবন্ধ থেকে রবীন্দ্রনাথের উক্তি খানিক তুলে ধরা হল –

“গেটের জীবনে এক একটি প্রেম আখ্যান শেষ হইলে, অমনি তাহা লইয়া তিনি নাটক রচনা করিতেন, দান্তে বা পেত্রাকার ন্যায় কবিতা লিখিতেন না। বাস্তব ঘটনাই নাটকের প্রাণ, আদর্শ জগতই কিবতা বিলাসভূমি। যাহা হইয়া থাকে, নাটককারেরা তাহা লক্ষ্য করেন - যাহা হইয়া উচিত কবিদের চক্ষে তাহাই প্রতিভাত হয়। গেটে তাঁহার নিজের প্রেম নাটকে গ্রথিত করিতে পারিতেন। সাধারণ লোকের তাহাতে তাঁহার নিজ হৃদয়ের আভাস পাইত।”

গ্রেগেন, অ্যানসেন, ফ্রেডরিকা, শারলোট - এমন বহু প্রেমিকা গ্যোয়েথের জীবনে এসেছে। তবে ফ্রেডরিকা ছিলেন এমন একজন প্রেমিকা যিনি গ্যোয়েথেকে সারাজীবন ভালোবেসে গেছেন। অন্য কারোর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে গ্যোয়েথের স্মৃতিতে নিজেকে সমর্পিত করেছেন। গ্যোয়েথে ফ্রেডরিকা সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তব্যের ভাবার্থ করেছেন নিম্নলিখিতভাবে -

“গ্রেগেন আমার নিকট হইতে দূরীকৃত হইয়াছিল- আগেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল- কিন্তু এই প্রথম আমি নিজে দোষী হইয়াছিলাম। আমি একটি অতি সুন্দর হৃদয়ের অতি গভীরতম স্থান পর্যন্ত আহত করিয়াছিলাম। অন্ধকারময় অনুতাপে সেই অতি আরামদায়ক প্রেমের অবসানে কিছুকাল যন্ত্রণা পাইয়াছিলাম, এমনকি, তাহা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মানুষকে তো বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, কাজে কাজেই অন্য লোকের উপরে মনোনিবেশ করিতে হইল।”^২

পরবর্তীতে তিনি শারলোট নামে একটি নারীর প্রেমে পড়েন। ইনি ছিলেন গ্যোয়েথের বন্ধু কেজনারের বাগদত্তা। গ্যোয়েথে শারলোটের প্রেমে অন্ধ। শারলোট ব্যতীত তাঁর জীবন যেন অন্তঃসারশূন্য। শারলোট ও কেজনারের বিবাহ নিশ্চিত জেনেও সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে পারছিলেন না। অবশেষে আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্য তাঁকে ফিরিয়ে এনেছিল। পরবর্তীতে নিজেকে এই বদ্ধমূল থেকে সরিয়ে এনে বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস “Die Leiden die Jungen Werthers” রচনা করেন। এই উপন্যাসটির নায়ক ওয়েথার স্বয়ং গ্যোয়েথে। তবে যুবক ওয়েথারের আত্মহত্যা ইউরোপীয়ান দেশগুলি তথা সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। বহু ইউরোপীয়ান যুবককে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং প্রেমভাঙনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছিল। নেপোলিয়ান গ্যোয়েথের এই উপন্যাসটি বহুবার পড়েছেন এবং তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

দান্তে ও শেক্সপিয়ারের পরবর্তী এবং রুশ লেখক ও দার্শনিক টলস্টয়ের পূর্ববর্তী শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন গ্যোয়েথে। তাঁর সমতুল্য কবি হিসেবে যদি কাউকে মনে করা হয় তিনি হলেন একমাত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যেমন বিশ্বকবির মর্যাদা পেয়েছেন, তেমনি গ্যোয়েথের রচিত নাটক, উপন্যাস, কবিতাগুচ্ছ ও আত্মজীবনী তাঁকে বিশ্বকবি বা বিশ্বসাহিত্যিক হিসেবে অনন্য করে তুলেছে। তিনি সৃজনশীল কীর্তির মাধ্যমে জার্মানি তথা বিশ্বমানবিক আধুনিকতার আদিকবি হয়ে সারা পৃথিবীর মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে আজও বিরাজমান। আমাদের মতো স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকদের এই বিদেশী কবিসৃষ্টি ও সাহিত্যের রসবোধ আশ্বাদন করিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি যেভাবে গ্যোয়েথে ও তাঁর সাহিত্যকলাকে সহজলভ্যভাবে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন তারজন্য আপামর বাঙালী তথা সম্পূর্ণ ভারতবাসী চিরকৃতজ্ঞ। জার্মান সঙ্গীতজ্ঞ আলবার্ট সুইজার রবীন্দ্রনাথকে “ভারতের গ্যোয়েথে” বলে আখ্যায়িত করেছেন। ১৯৩৬ সালে তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন-

“আপনাকে যখন ভারতবর্ষের গ্যোয়েথে বলি তখন বোঝাতে চাই যে, ইউরোপের ক্ষেত্রে গ্যোয়েথের যে গুরুত্ব, আমার মতে, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আপনার গুরুত্বও তাই।”^৩

সমালোচকের দৃষ্টিতে গ্যোয়েথে ও রবীন্দ্রনাথ : আবার জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ ওয়াল্টার রুবেন রবীন্দ্রনাথ ও গ্যোয়েথে - এই দুই মহান মনীষীর মধ্যে তুলনা করেছেন এবং দুজনকেই সমান মর্যাদা দিয়েছেন। রুবেন ভারতীয় সংস্কৃতি, সাহিত্য ও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে চর্চা করেছেন। সাংখ্যদর্শন ও তন্ত্রসাধনার দিকে খানিক ঝোঁকও দিয়েছিলেন। ভারতীয় ধর্মতত্ত্ববিদ, দার্শনিক এবং বিশিষ্টাঙ্গ বেদান্তের প্রতিষ্ঠাতা রামানুজের মতাদর্শে গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। রবীন্দ্রনাথের রচনাসমগ্র জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন কোর্ট ওলফ ওয়েলাগ (Kurt Wolf Verlag)। অনুবাদটি ‘*Flüstern der Seele*’ নামে ১৯২১ সালে লাইপজিগ থেকে প্রকাশিত হয়। এই বইটির ইংরেজীতে নামকরণ করা হয়েছে ‘*Whisper of the Soul*’ নামে। রুবেন মূলত এই বইটি থেকেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পান এবং তাঁকে গ্যোয়েথের সমতুল্য বলে মনে করেন।

এই দুই বিশ্বকবির রচনাবলীর মধ্যে বহু মিল পাওয়া যায়। তাঁদের কাব্য ট্রাজেডি, আবেগ, অনুভূতি ও রোমান্টিসিজমে ভরপুর। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ‘চোখের বালি’তে যেমন রয়েছে প্রেমের উন্মাদনা ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের টানাপোড়ন, ঠিক তেমনি গ্যোয়েথের বিখ্যাত উপন্যাস ‘*Die Leiden die Jungen Werthers*’ এবং ‘*wilhelm Meister*’ একই প্রেক্ষাপটে রচিত। কিংবা রবীন্দ্রনাথের ‘নির্ব্বারের স্বপ্নভঙ্গ’ ও গ্যোয়েথের ‘*Mahomets Gesang*’ (‘মহম্মদের গান’)।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলা ও গ্যোয়েথে : সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতের ‘নাট্যশাস্ত্র’, নাটক বিষয়ক সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ। তবে মনে করা হয় যে, নাট্যশাস্ত্র রচনার বহুপূর্বে নাটকের উৎপত্তি হয়েছিল। রামায়ণে ‘ব্যামিশ্রক’ শব্দটি সংস্কৃত ও প্রাকৃতমিশ্রিত নাটক অর্থে প্রযুক্ত। এমনকি সংহিতা, ব্রাহ্মণাংশ ও প্রাচীন মহাকাব্যে নাটকের বহু নির্দশন পাওয়া যায়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সংস্কৃত সাহিত্যে নাটকের উৎপত্তি অনেকপূর্বেই হয়েছিল। আচার্য ভারতের ‘নাট্যশাস্ত্র’ গ্রন্থের মাধ্যমে নাটকের তাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত। এই গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে শুরু করে নাটকের উৎপত্তি, গঠনগত ও প্রায়োগিক নিয়ম সহজ এবং সাবলীল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। তিনি নাটক রচনার কৌশলগুলিকে যেভাবে আলোচনা করেছেন, ঠিক সেভাবেই পরবর্তীকালের নাট্যকার বা সাহিত্যিকগণ, এমনকি নাট্যশাস্ত্রকারেরা পর্যন্ত নিয়মগুলি যথাযথভাবে মেনে নিয়েছেন। অনুশাসনগুলির রেখামাত্র উল্লেখন ঘটেনি। মহাকবি কালিদাসও তার ব্যতিক্রম নন। কালিদাসের নাটক, মহাকাব্য, গীতিকাব্যগুলি সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্যরত্ন। তাঁর কবিপ্রতিভা, প্রতিটি রচনার মধ্যে প্রকট এবং উজ্জ্বল, নক্ষত্রের ন্যায় শাস্বত ও অবিচল।

‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলা’ নামক শ্রেষ্ঠ নাটকটি, তিনি সংস্কৃত সাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্যকে উপহার দিয়েছেন। এই নাটকের দ্বারা কালিদাসের কবিত্বের চরমোৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম জোনস ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি জার্মান, ইতালীয়, ফরাসি, লাতিন, গ্রিক ভাষার পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষাতেও পারদর্শী ছিলেন। তিনি পণ্ডিত রামভূষণের কাছে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষালাভ করেন। জোনস ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলা’ নাটকটি পাঠের পর যারপরনাই উচ্ছ্বসিত হন। অনিন্দ্যসুন্দর এই নাটকটিকে বিশ্বসাহিত্য তথা বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত করে তোলার অভিপ্রায়ে তিনি ইংরেজিতে তর্জমা করার মনস্থ করেন। ১৭৮৯ সালে দুই মলাটে বন্দী হয়ে ইংরেজি অনুবাদটি প্রকাশ পায়। নাম ছিল – ‘*Sacontala : Or, The Fatal Ring : An Indian Drama*’। তিনি সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে গ্রিক, লাতিন, পার্সিয়ান ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করে অনুমান করেন যে, সম্ভবত সংস্কৃত ভাষা থেকেই এই ভাষাগুলির উৎপত্তি। এই অনুমান আধুনিক ভাষাতত্ত্বকে নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করে। তার দুবছর পরে, ১৭৯১ সালে জর্জ ফস্টার (George Forster) ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলা’ নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ থেকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি জার্মান অনুবাদটি গ্যোটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ভাষাবিজ্ঞানী ক্রিস্টিয়ান গটলোব হাইনের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং একইসঙ্গে গ্যোয়েথে ও হের্ডারকেও পাঠিয়েছিলেন। ফস্টারের অনূদিত এই বইটি এক ভিন্নতর নাট্যাদর্শ উপস্থিত করেছিল। ফস্টার অ্যারিস্টটলীয়ান ড্রামাটিক থিওরি এবং তৎকালীন যতগুলি নাটক রচিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে শকুন্তলাকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই নাটকটি যে, নাট্যসাহিত্যের পথ প্রদর্শক তা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। হের্ডারও শকুন্তলাকে অন্যতম বলে গন্য করেছেন এবং গ্রিক নাটকগুলি যে নাট্যসাহিত্যের মডেল তা অস্বীকার করেছেন।

গ্যোয়েথের ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলা’ নাটকটির সঙ্গে পরিচয় লাভ সম্ভবপর হয়েছিল একমাত্র ফস্টারের নিমিত্ত। এই পরিচয় গ্যোয়েথের সাহিত্যকে এক নতুন দিশা প্রদান করে। এই নাটকটি তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে খানিক বদল সূনিশ্চিত করেছিল। তিনি শকুন্তলা সম্বন্ধীয় একটি ছোট কবিতা রচনা করেন। শকুন্তলার প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ পেল এই কবিতায় –

“Will ich die Blumen des frühen,
die Früchte des späteren Jahres,
Will ich, was reizt und entzückt,
will ich was sättigt und nährt,

will ich den Himmel, die Erde
mit einem Namen begreifen,
Nenn'ich, Sakontala, dich, und so ist alles gesagt.”⁸

-এই কবিতা ১৭৯১ সালে বার্লিন থেকে প্রকাশিত ‘Deutsche Monatsschrift’ নামক সাহিত্য পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয়। দ্বিতীয় সংস্করণটি ১৭৯২ সালে গোথা শহর থেকে ‘Zerstreute Blätter’ নামক সাহিত্য পত্রের চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছিলেন কবি হের্ডার। কবিতাটির পরিবর্তিত রূপটি ছিল এরকম –

“Willst du die Blüte des frühen,
die fruchte des späteren Jahres,
Willst du, was reizt und entzückt,
willst, was sättigt und nährt,
Willst du den Himmel, die Erde
mit einem Namen begreifen,
Nenn'ich, Sakontala, dich, und so ist alles gesagt.”^৯

দ্বিতীয় সংস্করণে দুটি শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে ich (আমি) এবং Blumen (ফুল)। পরিবর্তিত শব্দ দুটি হল du (তুমি) এবং Blüte (কোরক)। প্রথম সংস্করণে শকুন্তলার প্রতি যে অনুভূতি তা কবির একান্ত নিজস্ব অনুভূতিরূপে পরিস্ফুটিত হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণে ‘তুমি’ শব্দটি ব্যবহার করে সাহিত্যপাঠে আগ্রহী বা সহৃদয় ব্যক্তিগণের কাছে শকুন্তলাকে তিনি উন্মুক্ত করলেন। অপর আরেকটি শব্দ ‘ফুল’ যা নায়িকার শিশুসুলভ চরিত্রটি সূচিত করে, পরবর্তীতে সেটি রূপায়িত হয়ে ‘কোরক’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যা নায়িকার যুবতীরূপকে উদ্ভাসিত করে। এই নাটকটি পাঠে গ্যোয়েথে এতটাই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি মর্ত্য ও স্বর্গের একত্র সহাবস্থান বলে তুলনা করেন এবং একইসঙ্গে মর্ত্য ও স্বর্গের একত্র দর্শন হেতু এই নাটক পাঠ আবশ্যিক বলে মূল্যায়ন করেন। রবীন্দ্রনাথ, তাঁর ‘শকুন্তলা’ প্রবন্ধে ‘Blumen’ ও ‘früchte’ শব্দদুটির তর্জমা করেছেন যথাক্রমে ‘তরুণ বৎসরের ফুল’ ও ‘পরিণত বৎসরের ফল’। আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে গ্যোয়েথের কবিতাটির বিশ্লেষণও করেছেন সংক্ষিপ্তাকারে –

“তাঁহার শ্লোকটি একটি দীপবর্তিকার শিখার ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা দীপশিখার মতোই সমগ্র শকুন্তলাকে এক মুহূর্তে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইবার উপায়। তিনি এক কথায় বলিয়াছেন, কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত ও স্বর্গ একত্রে দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।”^{১০}

মহাকবি কালিদাস শকুন্তলার মর্ত্য থেকে স্বর্গের অভিমুখে যাত্রার রূপকে, প্রেমকে স্বভাবসৌন্দর্য থেকে মঙ্গলময় সৌন্দর্যের পথে পরিভ্রমণ করিয়েছেন। কালিদাস এর মাধ্যমে জীবনের দার্শনিক তত্ত্ব ও সত্যকে সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন। এই সত্য থেকে গ্যোয়েথেও মুখ ফিরিয়ে নেননি। বিশিষ্ট কবি তরুণ সান্যাল ‘বসন্তের কুঁড়ি’ ও ‘শরতের ফল’ নামে অনুবাদ করেছেন।

গ্যোয়েথের বিশ্ববিখ্যাত ও কালোত্তীর্ণ নাটক হল ‘ফাউস্ট’। এই নাটকটি এক অনবদ্য সৃষ্টি। ক্রিস্টোফার মার্লো (Christopher Marlowe) ১৫৮৯ সালে ‘The Tragical History Of Doctor Faustus’ নামে এক ট্রাজেডি নাটক রচনা করেন। এই নাটকটি ইংল্যান্ড তথা গোটা ইউরোপীয়ান দেশগুলিতে ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে এটি একটি সুপ্রসিদ্ধ কিংবদন্তীরূপে প্রচলিত হয়। গ্যোয়েথে, ক্রিস্টোফারের বইটি পড়ে এবং কিংবদন্তী জানার পর ফাউস্ট চরিত্রটিকে ব্যতিক্রমধর্মী ও রোমাঞ্চকর বলে অনুভব করেন। তিনি ১৭৯০ সালে ‘ফাউস্ট (Fausst)’ নামক নাটকটি রচনা

করেন। তবে ক্রিস্টোফারের নাটকের সঙ্গে গ্যোয়েথের খানিক পার্থক্য রয়েছে। গ্যোয়েথের ফাউস্ট নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য শয়তান মেফিস্টোফেলিসের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। গ্যোয়েথের নাটকটি অনেক বেশি দৃঢ়। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার ব্যাপারে স্থির প্রতিজ্ঞ। এই নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্রকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তবে গ্যোয়েথের প্রথমদিকে নাটকের প্রস্তাবনা (Prologue) অংশটি উপস্থাপিত করেননি। কারণ ইউরোপীয় নাটকে কোনো প্রস্তাবনা অংশ ছিল না। পরবর্তীতে ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলা’ নাটকটি পড়ে, প্রভাবিত হয়ে, গ্যোয়েথে প্রস্তাবনা অংশটি সংযোজন করেন। প্রস্তাবনা অংশটি সহ ১৭৯৭ সালে আবার প্রকাশিত হয় ‘ফাউস্ট’। প্রস্তাবনা অংশকে জার্মান ভাষায় ‘ফসপিল (Vorspiel)’ বলা হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে নাটকের শুরুতে প্রস্তাবনা অংশ আবশ্যিক, অবিচ্ছেদ্য। প্রস্তাবনার উদ্দেশ্য হল নাটকীয় বিষয়ের সূচনা করা। পূর্বরঙ্গ ও নান্দীপাঠের পর প্রস্তাবনা অংশ। এটি আয়ুধ, স্থাপনা নামেও পরিচিত। নাটক এবং নাট্যকারের নাম ঘোষণা, প্রশংসা, পরিচয় জ্ঞাপন, সভাপূজা এবং নাটকের বিষয়ের সূচনা করে প্রস্তাবনা অংশের সমাপ্তি ঘটে।

প্রাচ্য সাহিত্য ও গ্যোয়েথে : জার্মান কবি ও সাহিত্যিকেরা শকুন্তলার কাব্যরসে আসক্ত হয়ে ক্রমে সংস্কৃত সাহিত্যপিপাসু হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে ‘ভগবদ্গীতা’, ‘হিতোপদেশ’ ও অন্যান্য গ্রন্থের জার্মান ভাষায় অনুবাদ হয়। সংস্কৃত ও জার্মান ভাষা সাহিত্যকে একইসুরে বেঁধেছিলেন কবি গ্যোয়েথে। ‘ফাউস্ট’ নাটকটি বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন কবির তাঁদের মত করে রচনা করলেও, গ্যোয়েথের সূক্ষ্ম রচনামূল্য, চরিত্রচিত্রণ, ভাষার মাধুর্য, রসবোধ অবিসংবাদিত। গ্যোয়েথেদের দ্বারা সৃষ্ট ‘স্টর্ম উন্ড ড্র্যাং’ (Sturm und Drang) শিল্প আন্দোলনটি শুধুমাত্র সাহিত্য চর্চায় আলোড়ন ফেলেনি, চিত্রশিল্পেও ছাপ রেখে যায়। কাশপার ডাভিড ফ্রিডরিখ (Caspar David Friedrich) ছিলেন এই আন্দোলনের একজন উল্লেখযোগ্য চিত্রশিল্পী। ১৭৭৪-১৮৪০ সময়সীমার মধ্যে তিনি বেশকিছু প্রকৃতিকেন্দ্রিক চিত্রকর্মের সৃষ্টি করেন। প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে তিনি ঐশ্বরিক সৌন্দর্যের মেলবন্ধন ঘটান। পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনে এই জগৎ সংসার। তাঁর চিত্রকর্মে আধ্যাত্মিকতার এক বিশেষ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। গ্যোয়েথের ‘ফাউস্ট’ নাটকটি একদিকে যেমন ট্রাজেডি, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া। এই নাটকের ‘Prologue in Heaven’ নামক প্রস্তাবনা অংশে ঈশ্বর ও শয়তান মেফিস্টোফেলিসের কথোপকথন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর বলেছেন, মানব চরিত্রে ন্যায় ও অন্যায়বোধ প্রধান ধর্ম। শয়তান মানুষের চরিত্র হননের জন্য বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে মায়াজালে আবদ্ধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো মানুষ যদি ন্যায়-অন্যায়বোধ বিষয়ে সচেতন হয় কিংবা সত্যের পথে সর্বদা থাকে, তাহলে ঈশ্বর সর্বথা তার সঙ্গে থাকবেন।

সর্বোপরি গ্যোয়েথের রচনা ও কাব্যনিপুণতা যেভাবে বিশ্ববাসীকে আলো দেখিয়েছে, তা চিরস্মরণীয়। জীবনের দার্শনিক তত্ত্ব ও সত্যকে উপলব্ধি করিয়েছেন। বিশ্বসাহিত্যে গ্যোয়েথের যুগ কালোত্তীর্ণ। তাঁর সৃষ্টিগুলি এক নতুন দিশা দেখিয়েছে - বিশেষ করে সংস্কৃত ও জার্মান সাহিত্যকে এক আত্মায় বেঁধেছেন।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গেটে ও তাঁহার প্রণয়নীগণ, ভারতী, কার্তিক ১২৮৫, পৃ. ২৮৯
২. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৯৫
৩. রবীন্দ্রনাথকে সুইজারের লেখা চিঠি, ১৫ই আগস্ট ১৯৩৬, রবীন্দ্রভবন আর্কাইভ, শান্তিনিকেতন।
৪. Goethe, J.W.V, Berlinische Monatsschrift, June 1791, P. 191
৫. Herder, J.G(Ed), Zerstreute Blätter, Gotha, 1792, P. 264
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন সাহিত্য: শকুন্তলা, বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৪২২, শান্তিনিকেতন, পৃ. ৩৩